



শিশু শ্রম নীতিমালা

CHILD LABOUR POLICY

পলিসি বাস্তবায়ন করবেনঃ এইচ আর এন্ড কসপ্লায়েন্স বিভাগ।	পলিসি বাস্তবায়নের তারিখঃ ০৩-১১-২০১৯ ইং
	পলিসি পুনঃ মূল্যায়নের তারিখঃ ০২-১১-২০২০ ইং

সংজ্ঞা (Definition) : বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২(৮) নং ধারায় চৌদ্দ বছর পূর্ণ করেছে কিন্তু আঠারো বছর হয় নাই' এমন কোন ব্যক্তি "কিশোর" এবং ২/(৬৩) ধারায় চৌদ্দ বছর বয়স পূর্ণ করেনাই এমন কোন ব্যক্তি শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া ২০ শে জুন ২০১৩ ইং তারিখে প্রকাশিত শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছু থাকুক না কেন, এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনূর্দ্ধ ১৪ (চৌদ্দ) বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

অঙ্গিকার (Commitment) : রাইদা কালেকশনস লিমিটেড এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর শিশু শ্রম সম্পর্কিত সকল ধারা, আই এল ও, শিশু আইন ১৯৭৪, জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪, জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০০৫-২০১০ সহ বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০০৮ এবং শিশু আইন-২০১৩ অনুসরণ করে। তাই কারখানার সকল ইউনিটে শিশু শ্রমিক নীতিমালাটি বাস্তবায়নে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আইনের বিধান (Provision Of Law) : শিশু শ্রমের বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২ এর ৬৩ নং শিশুর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং শ্রম আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে শিশু/কিশোরদের নিয়োগ ও কাজ সন্মুখে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আই এল ও কনভেনশনস ৭৯, ১৩৮, ১৪২ ও ১৮২ শিশু আইন ১৯৭৪, জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪, জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০০৫-২০১০ সহ বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০০৮ এবং জাতীয় শিশু শ্রম নীতি মালা ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুসরণ করে। সেই লক্ষ্যে অত্র কোম্পানী বিভিন্ন ক্রেতা/বায়ারের স্বপক্ষে মতামতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে কারখানার অভ্যন্তরে শিশু শ্রমিক নিয়োগ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

উদ্দেশ্য (Purpose) : অত্র কোম্পানীতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শিশু শ্রম মুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যই এ নীতি মালা প্রণীত।

লক্ষ্য (Vision of the Policy) : অত্র কারখানায় কর্মরত সকলকে শিশু শ্রমিক নিয়োগ এর বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা এবং শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে কঠিন মনোভাবে ব্রতীহয়ে কারখানাকে শিশু শ্রম মুক্ত রাখাই এই নীতি মালার লক্ষ্য।

শিশু শ্রম নিরসন নীতি (Child Labour Remediation Policy) : আজকের শিশু আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যত। এ কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ সর্বদা শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত



করলে সে তার মৌলিক অধিকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে, যা তার ভবিষ্যত জীবন বিকশিত হওয়ার পথে অন্তরায় এবং দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। তাই শিশুর ভবিষ্যত ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অত্র কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শিশু শ্রম নিরসনে সর্বদা সক্রিয় ও আন্তরিক।

শিশু ও কিশোর নিযুক্তির উপর বিধি নিষেধঃ

- (১) কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না বা কাজ করতে দেয়া যাবে না।
- (২) কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোরকে নিয়োগ করা যাইবে না বা কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না, যদি না- (ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একজন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত সক্ষমতা মালিকের হেফাজতে থাকে, এবং (খ) কাজে নিয়োজিত থাকা কালে তিনি উক্ত প্রত্যয়ন পত্রের উল্লেখ্য সম্বলিত একটি টোকেন বহন করেন।
- (৩) কোন পেশা বা প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোর শিক্ষাধীন হিসাবে অথবা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর কিছুই প্রযোজ্য হবে না।
- (৪) সরকার যদি মনে করে যে, কোন জরুরী অবস্থা বিরাজমান এবং জনস্বার্থে ইহা প্রয়োজন, তাহলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লেখিত সময়ের জন্য উপ-ধারা (২) এর প্রয়োগ স্থগিত ঘোষণা করতে পারবে।

কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধাঃ

কারখানার যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহা পরিষ্কারের জন্য, উহাতে তেল প্রদানের জন্য বা উহাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা উক্ত চালু যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে কোন কিশোরকে কাজ করতে অনুমতি দেয়া যাবে না।

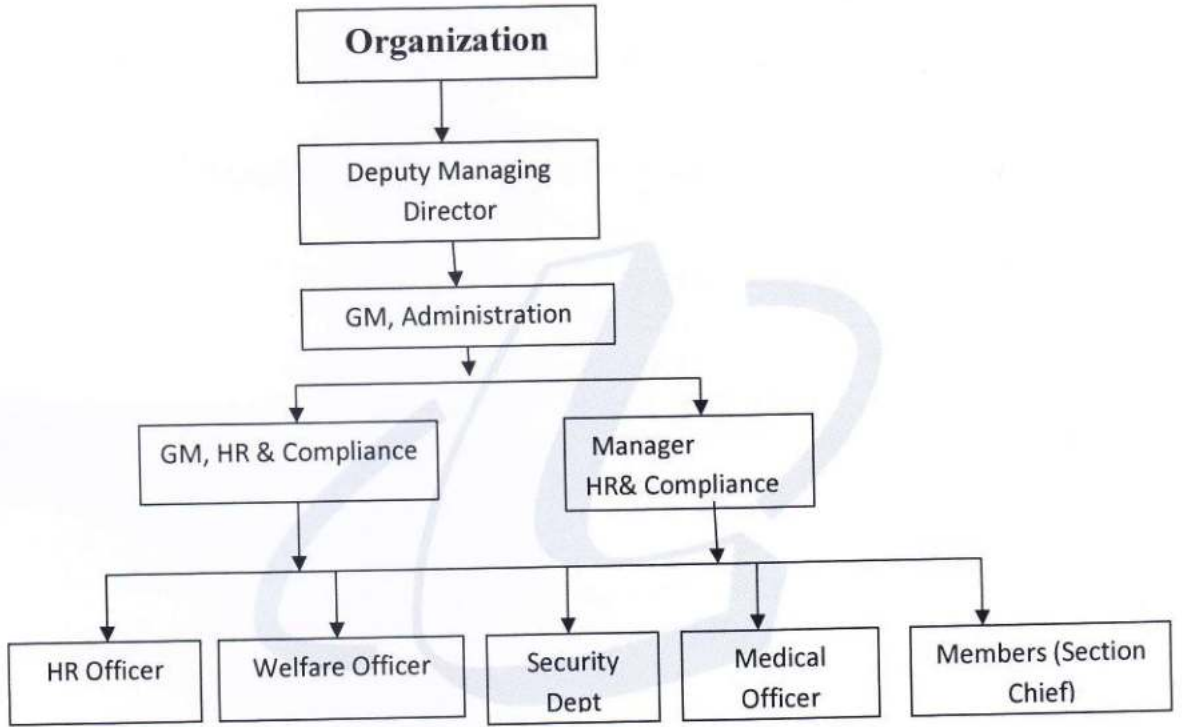
বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগঃ

কোন কিশোরকে দিয়ে যন্ত্রপাতির কোন কাজ করানো যাবে না, যদি না-তাকে উক্ত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিপদ সম্পর্কে এবং এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন সংক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল করানো হয়। তিনি যন্ত্রপাতিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহন করিয়াছেন, অথবা যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞ এবং পুরোপুরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। (এই বিধান কেবল মাত্র ঐ সকল যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে যে সম্পর্ক সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করে যে, এইগুলি এমন বিপজ্জনক যে কোন কিশোরের পক্ষে কাজ করা উচিত নহে এবং সরকার সময়ে সময়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের যে তালিকা প্রকাশ করবে ঐ সকল কাজে কোন কিশোরকে নিয়োগ করা যাবে না।)



Organization chart With their defined role & responsibilities

রাইদা কালেকশনস লিমিটেড কর্তৃপক্ষ শিশু শ্রমের সম্পূর্ণ বিরোধী। তার পরেও যদি কারখানার অভ্যন্তরে শিশু শ্রম কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাহলে শিশু শ্রম বিষয়ক শ্রম আইনের যাবতীয় বিধান অনুসরণ করা হবে। সেই লক্ষ্যে অত্র কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একটি শিশু শ্রমিক নীতিমালার প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠন করেছেন যা নিম্নরূপঃ



বাংলাদেশ শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই নীতিমালা প্রয়োগ ও সর্বাঙ্গিক বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত পর্ষদ গঠন করেন। কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	পদবী	দায়িত্ব ও কর্তব্য;
০১	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	কারখানায় শিশু শ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা বা নীতিমালা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে নজরদারি করেন। এই নীতিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বালিস্ট পদক্ষেপ গ্রহন করেন।



০২	জি, এম প্রশাসন	সভাপতির ন্যায় সহ-সভাপতি ও শিশু শ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা প্রবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা বা নীতিমালা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে নজরদারি করেন। এই নীতিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বলিষ্ট ভূমিকা গ্রহন করেন।
০৩	সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স)	কারখানায় শিশু শ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন করেন।
০৪	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক : ম্যানেজার (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স)	সাংগঠনিক সম্পাদকের ন্যায় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকও শিশু শ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহন করেন।
০৫	এইচ আর অফিসার	শ্রমিক নিয়োগের সময় যথাযথভাবে নিয়োগ নীতি অনুসরণ করবে। ফ্লোর থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ তাৎক্ষণিক সমাধান করা এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ।
০৬	কল্যান কর্মকর্তা	ফ্লোর মনিটরিং করা, শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি, বিভাগীয় প্রধান এবং সুপারভাইজরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। শিশুশ্রম নীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কীকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। শিশুশ্রম সংক্রান্ত কোন অনুযোগ/অভিযোগ পাওয়া গেলে তা তাৎক্ষণিক ক্ষতিয়ে দেখা, সমাধান করা এবং সমস্যাগুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন এবং মাসে একবার সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মত বিনিময় করা।
০৭	নিরাপত্তা বিভাগ	নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যগন ফ্যাক্টরীর প্রধান গেটে নিশ্চিত করবে যে কারখানায় কোন শিশু শ্রমিক প্রবেশ করে নাই। এই জাতীয় কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তৎক্ষণাত প্রশাসনিক বিভাগে জানাতে হবে এবং প্রশাসনিক বিভাগের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তি পদক্ষেপ নিতে হবে।
০৮	মেডিক্যাল অফিসার	কারখানার নিয়োগকৃত রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক শ্রমিক নিয়োগের সময় প্রত্যেকটি প্রার্থীকে আলাদাভাবে যাচাই বাছাই করবে এবং শারীরিক সক্ষমতা ও বয়স নিরূপনের ফরম পূরণ করে স্বাক্ষর ও সীল সম্বলিত সনদ প্রদান করবে।
০৯	সদস্য (সেকশন প্রধান গন)	নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট সকল সেকশন প্রধানগন ও কর্মকর্তারা কোম্পানীর শিশু শ্রম নীতি বাস্তবায়নের জন্য সেকশন প্রধান (এডমিন, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) কে সহযোগীতা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলে নিশ্চিত করিবে যে কারখানায় কোন শিশু শ্রমিক নেই।



নীতি বাস্তবায়ন করার রুটিন ও কর্মপদ্ধতিঃ

কাজ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নের সময়
শিশু শ্রমকে প্রতিষ্ঠানে অনুমোদন না করা।	নিয়োগ নীতির সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর, এডমিন এন্ড কম্প্লায়েন্স)	সব সময়
কোন কর্মকর্তা কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের সময় কোন শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।	সঠিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	বিভাগীয় প্রধান ও (এইচ আর, এডমিন এন্ড কম্প্লায়েন্স)	নিয়োগের সময়
নিয়োগের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পর্যালোচনা করা। এবং প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ।	সঠিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	ব্যবস্থাপক(প্রশাসন)	নিয়োগের সময়
শিশুশ্রম নিরসনে ও শ্রমিকদের এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ, প্রচারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং নিয়মিত মিড-লেভেল মেনেজম্যান্ট এবং সুপারভাইজরদের সাথে মতবিনিময় করা।	প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে	ব্যবস্থাপক(প্রশাসন) ও ব্যবস্থাপক(কম্প্লায়েন্স) ও কল্যান কর্মকর্তা	সব সময়
নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যগণ ফ্যাক্টরীর প্রধান গেটে নিশ্চিত করবে যে কারখানায় কোন শিশু শ্রমিক প্রবেশ করে নাই।	এই জাতীয় কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তৎক্ষণাত প্রশাসনিক বিভাগে জানাতে হবে এবং প্রশাসনিক বিভাগের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে।	নিরাপত্তা বিভাগ	সব সময়
কারখানার নিয়োগকৃত রেজিস্টার্ড চিকিৎসক শ্রমিক নিয়োগের সময় প্রত্যেকটি প্রার্থীকে আলাদাভাবে যাচাই বাছাই করবে এবং শারীরিক সক্ষমতা ও বয়স নিরূপনের ফরম পূরণ করে স্বাক্ষর ও সীল সম্বলিত সনদ প্রদান করবে।	নিয়োগ নীতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে	মেডিকেল বিভাগ	নিয়োগের সময়



শিশু শ্রমিক কাজে নিয়োজিত আছে এমন পাওয়া মাত্র কতৃপক্ষ সেই শিশু শ্রমিকের কাজ বন্ধ করে দিবে। তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে চাকুরীর জন্য প্রস্তাব করবে। যদি ১৪ বছরের কম কোন শিশুকে পাওয়া যায় তা ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার স্কুলের লেখা-পড়ার যত খরচ হয় কোম্পানী তাহা বহন করিতে বাধ্য থাকিবে।	সঠিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর, এডমিন এন্ড কম্প্লায়েন্স) মেডিকেল বিভাগ	নিয়োগের সময়
নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধানগন ও কর্মকর্তারা কোম্পানীর শিশুশ্রম নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় প্রধান (এডমিন, এইচ আর এন্ড কম্প্লায়েন্স) কে সহযোগীতা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলে নিশ্চিত করিবে যে কারখানায় কোন শিশু শ্রমিক নেই।	মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে।	সকল বিভাগীয় প্রধান	সব সময়

নীতিমালা প্রয়োগ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি/প্রক্রিয়া (Routines Or Procedures)

কতৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করে থাকে :

বাস্তবায়ন রুটিন (Implementation Routines)

কার্যাবলী (কি?)	কার্য প্রণালী (কিভাবে)	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি কে করবেন)	কার্যকাল (কখন)	সময় সীমা
শ্রমজীবী শিশুর শ্রেণী বিভাগ।	বিদ্যমান আইন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা কর্মে শিশুরা সাধারণত ছয়ভাবে নিয়োজিত থাকে : ১। প্রশিক্ষার্থী ২। বদলী ৩। নৈমিত্তিক ৪। শিক্ষাগবীশ ৫। সাময়িক ৬। স্থায়ী কর্মী।	শিশু শ্রমিক নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ।	কর্মকালীন সময়।	তাৎক্ষনিক ভাবে ।
বুঝি বিহীন কাজ	শিশুকে আইনের দ্বারা কর্মে নিয়োগের নির্ধারিত বয়স অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করা এবং ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে সর্বিক্ষনিক কর্মী হিসেবে নিয়োগ	শিশু শ্রমিক নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ	কর্মকালীন সময়	তাৎক্ষনিক ভাবে



	না করা। শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিষাধন না করা।			
কাজের শর্ত	বিধি মোতাবেক শিশুদেরকে কাজে নিয়োগের পূর্বে শিশু এবং শিশুর অভিভাবকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কাজের সুস্পষ্ট শর্ত তৈরী করা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৪৪ অনুসরণ পরিপূর্ণ করা।	শিশু শ্রমিক নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ	নিয়োগের পূর্বে।	প্রযোজ্য নয়।
কর্মস্থলের পরিবেশ	কর্মস্থলের পরিবেশ অবশ্যই শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও অনুকুল হওয়া। কর্মস্থলে কখনোই এমন হবে না, যা শিশুকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে অথবা উৎসাহিত করে। অর্মযাদাকর যা মানহানিকর কোন কাজে শিশুকে নিয়োগ বা লিপ্ত না করা।	শিশু শ্রমিক নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ।	একরূপ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলে।	তাৎক্ষনিক ভাবে।

যোগাযোগ রুটিন (Communication Routines) :

কর্তাবলী (কি?)	যোগাযোগ পদ্ধতি ও মাধ্যম (কিভাবে)	কে করবেন	কখন করবেন	সময়সীমা
অভ্যন্তরীণ টিমের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়	সভার মাধ্যম।	নীতিমালায় উল্লেখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের অভ্যন্তরীণ টিম।	কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা লঙ্ঘিত কার্যক্রমের ঘটনা ঘটলে।	তাৎক্ষনিকভাবে
মালিক/উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ।	জি এম ও ম্যানেজার (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স), জি এম (প্রশাসন) ব্যক্তিগত মাধ্যম হিসেবে যোগাযোগ করবেন।	জি এম ও ম্যানেজার (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স), এবং জি এম (প্রশাসন)	নীতিমালার কার্যক্রম বিঘ্নিত হলে।	তাৎক্ষনিকভাবে।



RAIDHA COLLECTIONS LTD.

Manufacturer and exporter of Sweater

ফ্লোর ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ	যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেম। প্রয়োজনে মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং পুনরায় আরও জোরদার করা হয়।	এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের সহকারী ম্যানেজার, ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনেয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগন।	নীতিমালার কার্যক্রম বিধিত হলে।	তাৎক্ষণিকভাবে। এছাড়াও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে এই যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ :	বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে অবহিত করার জন্য করখানার নোটিশ বোর্ডে এই নোটিশ টানানো আছে।	এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার, , ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনেয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগন সম্মিলিতভাবে কাজ করে থাকেন। মিটিং ,ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ফ্লোর ভিত্তিক আলাদা আলাদা টিম গঠন করা হয়েছে। যা ৩০ থেকে ৪০ জন শ্রমিকের সমন্বয়ে সেকশন ভিত্তিক মিটিং করে থাকেন।	কর্মকালীন সময়ে।	৪৫ মিনিট
নতুন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ :	মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং।	ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগন।	নিয়োগ প্রাপ্তির পরের দিন থেকে পরবর্তী (ছুটির দিন ব্যতীত) তিন দিন।	৪৫ মিনিট



ফিডব্যাক কন্ট্রোল বুটিন (Feed back & Control) :

কার্যাবলী	কার্যপদ্ধতি	কে করবেন	কখন করবেন
আভ্যন্তরীণ অডিট।(অডিট পরিচালনার ক্ষেত্রে যা ব্যবহার করা হয়) ০১.চেক লিস্ট ০২. নীতিমালা বিষয়ক প্রশ্নমালা	নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে অডিট পরিচালনা করা হবে- ০১.শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। ০২.ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। ০৩.নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে। ০৪.চাক্ষুস পরিদর্শনের মাধ্যমে।	ইন্টারন্যাশাল অডিট টিম	আভ্যন্তরীণ অডিট প্রতি তিনমাসে একবার।
প্রতিবেদন পেশ।	নীতিমালা বিষয়ে গঠিত টিম বা কোম্পানীর মনোনীত কোন প্রতিনিধি কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা পরীপস্থি কার্যক্রম অবলোকন করলে ইস্যুর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। -উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে এই নীতিমালা অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক সভা করতে হবে। -নীতিমালা পরিপস্থি কার্যক্রমের মূল কারণ উৎঘাটন করতে হবে। কি কারণে সমস্যা হচ্ছে তা নির্ণয় করতে হবে। -নীতিমালা পরিপস্থি কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয়, সেজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।	ইন্টারন্যাশাল অডিট টিম, কোম্পানীর মনোনীত কোন প্রতিনিধি।	নীতিমালা পরিপস্থি কার্যক্রম পরিচালিত হলে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
নিয়ন্ত্রন	-কারখানার অভ্যন্তরে নীতিমালা লঙ্ঘিত কর্মকান্ডের কারন গুলি উৎঘাটন করতে হবে। -উক্ত নীতিমালা পরিপস্থি কর্মকান্ড বন্ধের বিষয়ে যে সকল প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে। -সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা। এক কথায় যখন যা করা প্রয়োজন তখন তা করার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালার অন্তরায় কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে।	কমিটির সদস্যবৃন্দ।	নীতিমালা পরিপস্থি কোন ঘটনা ঘটলে।



সংস্কার/ উপসম	এই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং কারখানায় এই নীতিমালা সুনিশ্চিত করতে কোন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রয়োজন হয়, তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাতে পরিবর্তন আনতে পারবে।	কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক।	প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে।
---------------	--	---	----------------------------

ইমপ্লিমেন্টেশন ও কম্যুনিকেশন(Implementation & Communication): উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে উদ্ভর্তন কর্তৃপক্ষ ইমপ্লিমেন্টেশন ও কম্যুনিকেশন নিশ্চিত করে থাকে।

ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল (Feedback & Control): এই অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল নিশ্চিত করে থাকে।

পরিশিষ্টঃ পরিশেষে উল্লেখ্য যে, অত্র কোম্পানীতে শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়, শিশু শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয় না। তথাপি কোম্পানীতে যদি কোন শিশু শ্রমিক থাকে তাহলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমআইন অনুসরণ করা হবে এবং কোম্পানী কারখানায় তারই প্রেক্ষিতে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধ পরিকর।

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষরঃ	যাচাইকারীর স্বাক্ষরঃ	অনুমোদনকারীর স্বাক্ষরঃ
এইচ আর বিভাগ	জিএম (এইচ আর এন্ড কম্প্লায়েন্স)	চীফ-কো অর্ডিনেটর